দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের পেটাল পুলিশ

এমপিওভুক্তিসহ পাঁচ দাবি, বৈঠকে বসতে সম্মতি প্রধানমন্ত্রীর, কর্মসূচি স্থগিত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এমপিওভুক্তিসহ পাঁচ দফা আদায়ে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের পূর্বঘোষিত সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়ে গেছে। তাদের বেধড়ক লাঠিচার্জে আন্দোলনরত 'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট'র সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার কুন্ডুসহ কমপক্ষে ১০ শিক্ষক আহত হয়েছেন। এ সময় বিক্ষোভরতদের ছত্রভঙ্গ করতে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার সেল ছোঁড়ে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে যেতে চাইলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

দুপুরে বিক্ষোভ-সমাবেশের পর শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলোচনা করতে সম্মত হয়েছেন বলে সন্ধ্যায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। তবে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় বসতে রাজি হওয়ায় শিক্ষকরা আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। 'নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট'র সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার কুন্ড গতকাল সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হয়েছে, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বসতে চেয়েছেন। এই ফোন পাওয়ার পর ঐক্যজোট জরুরি সভা করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছে।' আগামী রবি বা সোমবার এই বৈঠক হতে পারে বলে তিনি জানান।

ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেয়া শিক্ষকরা জানান, সকালে বৃষ্টি উপেক্ষা করে টানা চতুর্থ দিনের মতো জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কাফনের কাপড় নিয়ে জড়ো হন তারা। এর আগেই পল্টন, হাইকোর্ট মোড়, প্রেসক্লাব এবং সচিবালয় সংলগ্ন দিংক রোড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে অবরোধ করে রাখে পুলিশ। শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে হাইকোর্ট মোড় দিয়ে ঘুরতে চাইলে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। শিক্ষকরা ধাক্কা দিয়ে তা সরিয়ে ফেলে পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

এমপিও ভুক্তির দাবিতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা গতকাল মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে যেতে চাইলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পুলিশ বাধা দেয় এবং টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় —ইত্তেফাক

সহকারী কমিশনার শিবলী নোমান বলেন, 'আমরা শিক্ষকদের সামনে অনেক ধৈর্য দেখিয়েছি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতেই তাদের বাধা দেয়া হয়েছে।'

জানা গেছে, পাঁচ দফা দাবিতে 'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট'-এর ব্যানারে শিক্ষক-কর্মচারীরা গত সোমবার থেকে বিক্ষোভ করছেন। ঐক্যজোটের সভাপতি মো. এশারত আলীর নেতৃত্বে গত বুধবার পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি দেয়। সেখানে পাঁচ দফা দাবি উল্লেখ করেন শিক্ষকরা। এগুলো হচ্ছে: চলতি অর্থবছরে স্বীকৃতি পাওয়া সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা, স্বীকৃতির সময়কাল থেকে চাকরির বয়স গণনা করা, এমপিওর ক্ষেত্রে এমপিদের ডিও লেটার দেয়ার প্রথা বিলুপ্ত করা, এমপিও প্রদানে অনিয়ম, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করা এবং স্বীকৃতি পাওয়া সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন না দেয়া।

শিক্ষক নেতারা বলেছেন, এমপিদের ডিও লেটারের ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা হলে নানা দুর্নীতি-অনিয়ম হয়। এছাড়া অনেক সময় প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে যায়। তাই রাজনৈতিক বিবেচনা না করে এক্ষেত্রে নিবন্ধিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, পাসের হার, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

সূত্র জানায়, ২০০৯ সালে অনেক এমপির সুপারিশ বাদ দিয়ে ড. আলাউদ্দিন কমিটি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করলে তা নিয়ে এমপিরা সংসদে হৈ চৈ, বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হন। পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। পূর্বের এমপিও বাতিল করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী এমপিদের পছন্দের তালিকা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে সে সময় পরিস্থিতি সামাল দেন। এতে অনেক যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে যায়। এ নিয়ে তখন থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন শিক্ষকরা।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট সভাপতি এশারত আলী জানান, 'স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪ হাজার ৪৮৪টি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তির দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেও এ বিষয়ে কোন আশ্বাস মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছি।'

শিক্ষকদের পেটাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামনের দিকে যেতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে কয়েক রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। পুরো এলাকা টিয়ার সেলের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরপর শিক্ষকদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। লাঠির আঘাতে বেশিরভাগ শিক্ষক কান্নায় ভেঙে পড়েন। নোয়াখালীর সদর উপজেলা থেকে আসা শিক্ষক আশরাফুল আজিম গুরুতর আহত হন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষককে আহত অবস্থায় রিকশায় তুলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় বেলা ১২টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এতে আশেপাশের সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

পুলিশের লাঠিপেটায় আহত সিরাজগঞ্জের শিক্ষক মাওলানা আবু লাইস বলেন, 'কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয়। টিয়ার সেল নিক্ষেপ ও তাদের লাঠিপেটা করে।' এ ব্যাপারে পুলিশের রমনা জোনের